NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION

চ্যান্সেলরের প্রবিধান

শ্রেণি:	**শিক্ষাথী**	নম্বর:	A-432
বিষয়:	তল্লাশি ও জব্দকরণ	পৃষ্ঠা:	**১ এর ১**
		ইস্যুর তারিখ:	9/13/2005

পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ

এই প্রবিধান সেপ্টেম্বর ৫, ২০০০ তারিখের চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-432 কে নিরাকৃত করে। এতে সেই সব নির্দিষ্ট মান এবং পদ্ধতির কথা বর্ণিত আছে যেগুলোর দ্বারা শিক্ষাথীদের ব্যক্তিগতভাবে বা মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে পরীক্ষা করা হতে পারে।

পরিবর্তনসমূহ:

- যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

চ্যান্সেলরের প্রবিধান

শ্রেণি:	শিক্ষার্থী	নম্বর:	A-432
বিষয়:	তল্লাশি ও জব্দকরণ	পৃষ্ঠা:	৮ এর ১
		ইস্যুর তারিখ:	9/13/2005

সংক্ষিপ্তসার

এই প্রবিধান সেপ্টেম্বর ৫, ২০০০ তারিখের চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-432 কে নিরাকৃত করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়। শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক তল্লাশি ও জব্দকরণ থেকে মুক্ত থাকার সাংবিধানিক অধিকার আছে। শিক্ষার্থীদের দেহ এবং তাদের সঙ্গে থাকা মালপত্র তল্লাশি করা হতে পারে যদি স্কুলের কর্মকর্তাদের যুক্তিযুক্ত সন্দেহ থাকে এবং তারা বিশ্বাস করেন যে এই তল্লাশি এমন কোনো আলামতের সন্ধান দেবে যা নির্দেশ করবে যে শিক্ষার্থীটি কোনো আইন এবং/অথবা স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে বা করছে। তল্লাশির ধরন এবং সীমাকে তল্লাশির উদ্দেশ্যের সাথে যুক্তিযুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং তা শিক্ষার্থীর বয়স এবং নারী-পুরুষ পরিচয় এবং আইনভঙ্গের নিরিখে অবশ্যই অতিমাত্রায় অনধিকারমূলক হবে না। তল্লাশির কাজ যুক্তিগ্রাহ্য গোপনীয়তা এবং ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা করে সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষার্থী, তাদের মালামাল এবং/অথবা লকার তল্লাশির সময়ে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সেগুলো নিচে বর্ণিত হলো।

I. তল্লাশি

প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির তরফে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে স্কুল সেফটি এজেন্টগণ (স্কুল নিরাপত্তা প্রতিনিধি, এস.এস.এ.) শিক্ষার্থীদের দেহ, মালপত্র এবং লকার হাতে ও মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে তল্লাশি করবে:

A. শিক্ষার্থী ও তাদের মালপত্র (যেমন বইয়ের ব্যাগ, জামাকাপড়) তল্লাশি

1. যদি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এমন সন্দেহ করার অবকাশ থাকে যে একজন শিক্ষার্থী স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে অথবা করছে, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে। যদি নির্ধারিত হয় যে তল্লাশি করা প্রয়োজন, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এস.এস.এ.-কে নির্দেশ দেবেন শিক্ষার্থীকে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্দেশিত কোনো বিশেষ স্থানে নিয়ে আসার জন্য। জরুরি অবস্থায় অনুচ্ছেদ I.A.7 দেখুন।

2. শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসার পরে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ওই শিক্ষার্থীকে জানাবেন যে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এমন সন্দেহ করার কারণ আছে যে উক্ত শিক্ষার্থী স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে অথবা করছে।

3. শিক্ষার্থীকে তল্লাশি করার সময়ে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র নিচের অনুচ্ছেদ I.A.7 অনুসারেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।

4. তল্লাশির পূর্বে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করবেন যে তার কাছে এমন কিছু আছে কি না যা স্কুলে নিয়ে আসার অনুমতি নেই। যদি শিক্ষার্থী স্বীকার করে যে তার কাছে বেআইনি দ্রব্য

আছে, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে সেটি তার কাছ থেকে অথবা সঙ্গের মালপত্রের মধ্যে থেকে বের করতে বলবেন।

5. যদি শিক্ষার্থী উক্ত বস্তু বের করতে অস্বীকার করে অথবা বলে যে তার কাছে বেআইনি কোনো বস্তু নেই, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এস.এস.এ.-কে তল্লাশি করার নির্দেশ দেবেন। যদি এই তল্লাশির সময়ে শিক্ষার্থীর শরীর স্পর্শ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর সমলিঙ্গের কোনো এস.এস.এ. তল্লাশিটি করবেন এবং এই নিয়ম যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে।

6. যদি এস.এস. এ. তল্লাশি করার সময়ে এমন কোনো বস্তুর সন্ধান পান যেটি তার মতে সেই শিক্ষাথীর আইন বা স্কুলের নিয়মকানুন ভঙ্গের প্রমাণবহ, এস.এস.এ. শিক্ষাথীকে উক্ত বস্তু বের করে দিতে বলবেন। যদি শিক্ষার্থী বস্তুটি বের করে দিতে অস্বীকার করে তাহলে এস.এস.এ. নিজেই তা বের করে নেবেন।

7. কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে যদি স্কুল কম্যুনিটি অথবা কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়, এস.এস.এ. কোনো শিক্ষার্থীকে তল্লাশি করতে পারেন যদি এস.এস.এ.-এর এমন সন্দেহ করার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকে উক্ত শিক্ষার্থী কোনো আইন এবং/অথবা স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে বা করছে। জরুরি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পরপরই এস.এস.এ. উক্ত শিক্ষার্থীকে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাবেন এবং তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

8. কোনো পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীকে উলঙ্গ করে তল্লাশি করা যাবে না।

B. লকার তল্লাশি

1. যখন স্কুলের লকারগুলো শিক্ষাথীদের বরাদ্দ দেয়া হয় তখনও সেগুলো ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের সম্পত্তি বলেই গণ্য হয়। লকার তল্লাশি করা যেতে পারে যদি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এমন সন্দেহ করার অবকাশ থাকে যে লকারের মধ্যে এমন আরামত আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় শিক্ষার্থী আইন এবং/অথবা স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে অথবা করছে।

2. যদি এমন সন্দেহ করার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকে যে কোনো শিক্ষার্থীর লকারে বেআইনি জিনিস আছে, তাহলে সে সম্পর্কে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানাতে হবে। যদি প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারণ করেন যে তল্লাশি করা প্রয়োজন, তিনি এস.এস.এ. অথবা উপযুক্ত কর্মীদের লকারটি তল্লাশি করার নির্দেশ দেবেন।

3. লকার তল্লাশি চলাকালীন প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেখানে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন এবং শুধুমাত্র নিচের অনুচ্ছেদ II.B.4. অনুসারেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে।

4. কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে যদি স্কুল কম্যুনিটি অথবা কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়, তাহলে এস.এস.এ. কোনো শিক্ষার্থীর লকার তল্লাশি করতে পারেন যদি এমন সন্দেহ করার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকে যে সেই শিক্ষার্থীর লকারে এমন

সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে যাতে বোঝা যাবে যে শিক্ষার্থী কোনো আইন এবং/অথবা স্কুলের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছে বা করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এলে এস.এস.এ. তৎক্ষণাৎ প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।

II. মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে তল্লাশি

A. সামগ্রিক চিত্র

1. মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে স্ক্যান করার উদ্দেশ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং/অথবা অন্যান্য বেআইনি বস্তুর স্কুলে প্রবেশ প্রতিরোধ করা। তল্লাশির পর্যায় এবং প্রকৃতি কখনই কর্মীদের নিজস্ব দায়িত্বপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করবে না।

2. শিক্ষার্থীদের স্ক্যান করার সময়ে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। যেখানে একাধিক স্ক্যানিং সাইট রয়েছে সেখানে স্ক্যানিং পদ্ধতি এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়সাধন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপ্যালের নির্দেশে কর্মীদের দায়িত্ব দেয়া হবে।

3. যারা এই স্ক্যানিংয়ের কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবে তাদের বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপগ্রহণের জন্য প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পাঠানো হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই সহযোগিতায় অস্বীকৃত শিক্ষার্থীর প্রবেশে বাধা দেয়া অথবা তাকে বাড়িতে পাঠানো যাবে না।

4. যদি কোনো অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষার্থী অথবা অপর কোনো শিক্ষার্থী চিকিৎসাগত কারণে যার স্ক্যান করা অনুচিত মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা পরীক্ষা করতে দিতে না চায়, তাকে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে পাঠাতে হবে। প্রিন্সিপ্যাল অতঃপর এস.এস.এ.-কে পরবর্তী কর্মপন্থা জানাবেন।

5. যখন এমন বিশ্বাস করার যুক্তিসম্মত কারণ থাকে যে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে অস্ত্র বা অন্য কোনো বেআইনি জিনিস আছে তখন নিচে বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের কোনকিছু প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা এস.এস.এ. কর্তৃক কোনো ব্যক্তি বা তার মালপত্র তল্লাশি করার ক্ষমতাকে সীমিত করে না ।

B. হাতে ধরা ডিটেক্টরের ব্যবহার

1. স্কুল ভবনে প্রবেশরত সকল শিক্ষার্থীকে স্ক্যান করা যেতে পারে। তবে প্রয়োজনে প্রিন্সিপ্যাল প্রত্যেককে স্ক্যান না করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেসব ক্ষেত্রে, প্রিন্সিপ্যাল, এস.এস.এ. তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনাক্রমে, কতজনকে ইচ্ছামত নির্বাচন করে পরীক্ষা করা হবে তা নির্ধারণ করবেন।

2. কোনো পরিস্থিতিতেই স্কুলের কর্মকর্তা অথবা এস.এস.এ.গণ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তিদের আলাদা করে স্ক্যান করার জন্য নির্বাচন করবেন না যদি না এমন বিশ্বাস করার যুক্তিসম্মত কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র এবং/অথবা বেআইনি জিনিস আছে।

3. স্ক্যান করা শিক্ষার্থী হারের পরিবর্তন এবং প্রতিষ্ঠিত হারের কোনো ব্যতিক্রম প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রেকর্ড বইতে লিখে রাখবেন। রেকর্ডে যে-ব্যক্তি পরিবর্তনের অথবা ব্যতিক্রমের অনুমতি দিয়েছেন তার নাম, তারিখ, সময় এবং পরিবর্তনের কারণ লেখা থাকবে।

4. অস্ত্রশস্ত্রের জন্য স্ক্যান করার সময়ে যে-ব্যক্তি স্কুলে প্রবেশ করতে চাইছে তার সমলিঙ্গের কোনো ব্যক্তি স্ক্যান করার কাজটি করবেন এবং এই নিয়ম যথাসম্ভব মেনে চলতে হবে।

5. প্রাথমিক স্ক্যানিং চলাকালীন এস.এস.এ. বা স্ক্যানিং এর যন্ত্রটি যেন যে-ব্যক্তির স্ক্যান করা হচ্ছে তার শরীরের সংস্পর্শে না আসে সে-বিষয়ে যৌক্তিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

6. যে-এস.এস.এ. স্ক্যান করছেন তিনি যে-ব্যক্তিকে স্ক্যান করছেন তার সঙ্গে সৌজন্যবিনিময় করবেন, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন, প্রশ্নের উত্তর এবং উপযুক্ত নির্দেশও দেবেন।

7. স্ক্যান করার আগে এস.এস.এ. ওই ব্যক্তিকে পকেটে কোনো ধাতব জিনিস থাকলে তা বের করে একটি টে-তে রাখতে অনুরোধ করবেন। এই ট্রে সকলে দেখতে পায় এমন জায়গায় রাখা হবে এবং জিনিসগুলো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দেয়া হবে।

8. এস.এস.এ. নিম্নোক্ত উপায়ে কাজ সম্পন্ন করবেন:

   a. যে-ব্যক্তিকে স্ক্যান করা হবে এস.এস.এ. তার ডানদিকে দাঁড়াবেন। ডান কাঁধ থেকে স্ক্যান করা শুরু হবে এবং তা ক্রমশ পায়ের পাতার বাঁদিকে এগিয়ে যাবে।

   b. এস.এস.এ. ওই ব্যক্তির পিছন দিকে যাবেন এবং ডানদিকটা পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত স্ক্যান করবেন।

   c. এরপরে এস.এস.এ. ওই ব্যক্তির পিছন দিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্ক্যান করবেন।

   d. এস.এস.এ. ওই ব্যক্তির বাঁদিকে যেতে যেতে তার পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত স্ক্যান করবেন এবং মাথার ওপর দিকে ঘুরিয়ে নেবেন।

   e. এরপরে এস.এস.এ. বাঁদিকে বুক থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত স্ক্যান করবেন।

   f. সব পার্সেল অথবা ব্যাগ হাত দিয়ে অথবা একটি এক্স-রে প্যাকেজ স্ক্যানার দিয়ে পরীক্ষা করা হবে।

C. মেটাল ডিটেক্টর সচল হয়ে উঠলে কী করতে হবে

1. যদি এক্স-রে প্যাকেজ স্ক্যানার এ কোনো সন্দেহজনক ছবি ওঠে অথবা যদি হাতে ধরা স্ক্যানার ব্যাগ অথবা পার্সেল পরীক্ষা করার সময়ে সচল হয়ে ওঠে, মালিককে সে সম্পর্কে জানানো হবে। যদি প্রয়োজন হয়,

এস.এস.এ. ব্যাগ অথবা পার্সেল এর বহির্ভাগ স্পর্শ করে দেখতে পারেন। যেক্ষেত্রে এস.এস.এ.-এর এমন সন্দেহ করার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকবে যে ব্যাগ অথবা পার্সেলে বেআইনি জিনিস আছে, এস.এস.এ. সেক্ষেত্রে ব্যাগ অথবা পার্সেল খুলে দেখতে পারেন। অন্যথায়, এস.এস.এ. ওই ব্যাগ অথবা পার্সেলের মালিককে সেটি খুলে দেখানোর জন্য অনুরোধ করবেন। তারপরেই এস.এস.এ. বেআইনি সামগ্রীগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি ভালভাবে দেখার জন্য ব্যাগ অথবা পার্সেলের কোনো জিনিস সরানোর প্রয়োজন হয়, এস.এস.এ. একটি ছোট লাঠি ব্যবহার করবেন।

2. যদি হাতে ধরা স্ক্যানার কোনো ব্যক্তিকে স্ক্যান করার সময়ে সাড়া দেয় এবং এই সতর্কবার্তার উৎস সম্পর্কে সন্দেহ থাকে (যেমন, অলঙ্কার), স্ক্যান পরিচালনাকারী এস.এস.এ. উক্ত ব্যক্তিকে তখনও অবশিষ্ট ধাতব জিনিস তার শরীর থেকে সরিয়ে নিতে বলবেন এবং দ্বিতীয়বার স্ক্যান করবেন। যদি স্ক্যানার আবার সচল হয়ে ওঠে, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এস.এস.এ.-কে নির্দেশ দেবেন যাতে তিনি সেই ব্যক্তিকে নিয়ে একটি পৃথক স্থানে গিয়ে নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তল্লাশি পরিচালনা করেন।

D. তল্লাশির পদ্ধতি

1. এই তল্লাশি প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এবং তার উপস্থিতিতে করতে হবে।

2. তল্লাশির পূর্বে প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অনুরোধ করবেন তখনও পড়ে থাকা ধাতব জিনিস তার শরীর থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য। যদি উক্ত ব্যক্তি জিনিসটি সরিয়ে নিতে অস্বীকার করেন, নিচে বর্ণিত উপায়ে উল্লিখিত ব্যক্তির দেহতল্লাশি চালানো হবে।

3. তল্লাশি শুধু শরীরের সেই অংশেই চালানো হবে যেখানে মেটাল ডিটেক্টর সাড়া দিয়েছে। উক্ত ব্যক্তির পরনের জামাকাপড়ের পকেট, বেল্ট, কাঁধ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট জায়গায় আলতো টোকা মেরে তল্লাশি শুরু করা হবে। এই পরীক্ষাটি সেসব জিনিস আবিষ্কার করার সীমিত প্রয়োজনে করা হবে যেগুলোর কারণে মেটাল ডিটেক্টর সাড়া দিয়েছে।

4. তল্লাশি পরিচালনাকারী এস.এস.এ. যদি এমন কোনো জিনিসের অস্তিত্ব টের পান যা মেটাল ডিটেক্টর সাড়া দেয়ার কারণ হয়ে থাকতে পারে, এবং যদি এস.এস.এ. বিশ্বাস করেন যে জিনিসটি বেআইনি তাহলে এস.এস.এ. জিনিসটি বের করে নেবেন। অন্যথায়, এস.এস.এ. উক্ত ব্যক্তিকে জিনিসটি বের করতে বলবেন। যদি উক্ত ব্যক্তি জিনিসটি বের করে দিতে অস্বীকার করেন তাহলে এস.এস.এ. নিজেই জিনিসটি বের করে নেবেন।

5. উল্লিখিত ব্যক্তির স্বেচ্ছা প্রদত্ত অথবা তার কাছ থেকে অপসারিত জিনিসটিই যদি মেটাল ডিটেক্টরের সতর্কবার্তার কারণ হয়ে থাকে এবং এটা নির্ধারিত হয় যে ওই জিনিসটিই সতর্কবার্তার কারণ ছিল, তাহলে এস.এস.এ.-কে তল্লাশি চালানো বন্ধ করতে হবে। এরপর এস.এস.এ. পুনরায় উক্ত ব্যক্তিকে স্ক্যান করবেন এবং মেটাল ডিটেক্টর পুনরায় সাড়া দিলেই শুধু আবার তল্লাশি শুরু করা হবে।

E. ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় এমন মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার

ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় এমন মেটাল ডিটেক্টরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হবে:

1. পর্যায় ১: প্রাথমিকভাবে হেঁটে যাওয়ার সময়ে নিরূপণ

2. এস.এস.এ. পকেটের ধাতব জিনিসপত্র বের করে তাদের স্কুল ব্যাগে অথবা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায়, যেমন একটি ট্রে-তে রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করবেন।

    a. ব্যাগ অথবা পার্সেলের ভিতরে কী আছে তা "বিমানবন্দরে ব্যবহৃত" হয় এমন ধরনের একটি এক্স-রে মেশিনের সাহায্যে দেখা হবে। ব্যাগ অথবা পার্সেল এক্স-রে যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবেন।

    b. একেকজন ব্যক্তি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে এস.এস.এ. মেটাল লেভেল ইন্ডিকেটর বা সূচকের দিকে লক্ষ রাখবেন।

    c. কোনো ব্যক্তি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে সূচকটি নির্দেশ করে ঠিক সেই মুহূর্তে উক্ত ব্যক্তির সাথে কী পরিমাণ ধাতব পদার্থ রয়েছে।

    d. সূচকটি নিম্নলিখিত সীমা নির্দেশ করে:

সবুজ আলো	-	অল্প পরিমাণে ধাতব পদার্থ।
হলুদ আলো	-	মাঝারি পরিমাণে ধাতব পদার্থ।
লাল আলো	-	বেশি পরিমাণে ধাতব পদার্থ।

    e. যদি কোনো ব্যক্তির সাথে থাকা ধাতব পদার্থের পরিমাণ গ্রহণযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় একটি লাল সতর্কতাজ্ঞাপক বাতি এবং/অথবা শব্দ বেজে উঠবে। যখন সতর্কসঙ্কেত বেজে উঠবে তখন যে-ব্যক্তি ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাকে আরও স্ক্যানিং ও তল্লাশির মুখোমুখি হতে হবে এবং দ্বিতীয়বারের জন্য আরেকটি মেটাল ডিটেক্টর কেন্দ্রে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে (পর্যায় II)।

3. পর্যায় II: দ্বিতীয়বার হেঁটে যাওয়ার সময়ে নিরূপণ

    ওই ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার আর একটি মেটাল ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে বলার আগে এস.এস.এ. উক্ত ব্যক্তিকে তার সঙ্গে থাকা জিনিসগুলোতে আরও কোনো আলগা ধাতব পদার্থ আছে কি না তা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা এবং কোনো এক্স-রে মেশিন না থাকলে সেই জিনিসগুলো একটি ট্রে-তে রাখার জন্য অনুরোধ করবেন।

    a. এস.এস.এ. হাত দিয়ে এই ধাতব জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হবেন যে সেগুলো বেআইনি নয়।

b. যখন "বিমামবন্দরের ব্যবহৃত" এক্স-রে মেশিন পাওয়া যাবে তখন এস.এস.এ. সবাইকে কোনো ধাতব জিনিসপত্র সঙ্গে থাকলে তা স্কুল ব্যাগে অথবা কোনো নির্দিষ্ট জায়গায়, যেমন একটি ট্রে-তে রাখতে অনুরোধ করবেন। এস.এস.এ. স্কুল ব্যাগের ভিতরের জিনিসগুলো এক্স-রে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করবেন।

c. যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে লাল সতর্কসঙ্কেত বাতিটি দেখা যায় এবং/অথবা তা বেজে ওঠে, ওপরে II.B.-তে বর্ণিত উপায়ে উক্ত ব্যক্তিকে হাতে ধরা মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে স্ক্যান করা হবে।

F. বেআইনি মালপত্র আবিষ্কার (অস্ত্র, মাদক, ইত্যাদি)

1. যদি শিক্ষার্থীর কাছে বেআইনি মাল পাওয়া যায়, পুলিশকে জানানো এবং শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। (চ্যান্সেলরের প্রবিধান A-412 দেখুন)।

2. যদি পুলিশ বেআইনি জিনিস রাখার কারণে কোনো শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে অথবা স্কুলের সম্পত্তির মধ্যে বেআইনি সামগ্রী পাওয়া যায়, পুলিশ সেই জিনিসগুলো নিজের জিম্মায় নেবে এবং যেসব জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হল সেগুলোর ভাউচার তৈরি করবে।

3. স্কুলের কর্মকর্তারা অবশ্যই এন.ওয়াই.পি.ডি ভাউচারের (সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণকারী কেরানির ইনভেয়েস) জন্য অনুরোধ করবেন।

4. যদি পুলিশ স্কুলের সম্পত্তিতে প্রাপ্ত বেআইনি মাল নিজের জিম্মায় না নেয়, নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ প্রযোজ্য হবে:

   a. প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ডি.ও.ই. ভাউচার ফরম এবং খাম ব্যবহার করে জিনিসগুলোর ভাউচার তৈরি করবেন। ওই ফরমে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

   b. প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই অবিলম্বে ডি.ও.ই.-এর 'ডিভিশন অব স্টুডেন্ট সেফ্‌টি অ্যান্ড প্রিভেনশন সার্ভিসেস্' (ডি.এস.এস.অ্যান্ড পি.এস.)-কে জানাবেন, যারা এন.ওয়াই.পি.ডি.-এর স্কুল সেফ্‌টি ডিভিশন কর্তৃক বেআইনি জিনিসগুলো তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এন.ওয়াই.পি.ডি.-এর স্কুল সেফ্‌টি ডিভিশনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্পণ করার আগে পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র অবশ্যই নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে।

   c. যখন এন.ওয়াই.পি.ডি. বেআইনি মাল নিতে আসবে তখন প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি সিলমোহরযুক্ত ভাউচার খামে বেআইনি মাল এবং তার ভাউচার হস্তান্তর করবেন।

   d. যদি সুপারিনটেনডেন্ট-এর সাময়িক বরখাস্ত হওয়া বিষয়ে শুনানির সাক্ষ্যপ্রমাণ হিশেবে স্কুলের ওই বেআইনি মাল দাখিল করার প্রয়োজন হয়, প্রিন্সিপ্যাল/ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই ডি.এস.এস.অ্যান্ড.পি.এস.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, যারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

III. <u>সম্পত্তি ফেরত</u>

কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অপসারিত সকল সম্পত্তি যেগুলোর বিষয়ে চ্যান্সেলরের প্রবিধানে নিষেধাজ্ঞা নেই অথবা যেটি কোনো ফৌজদারি মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ হিশেবে ব্যবহার করা যাবে না, তা তল্লাশি শেষে ওই ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।

IV. <u>অনুসন্ধান</u>

এই প্রবিধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল প্রশ্ন অফিস অব স্কুল ইন্টারভেনশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-কে জানাতে হবে:

ফোন 212-374-5090	*Office of School Intervention and Development* NYC Department of Education 52 Chambers Street New York, NY 10007	ফ্যাক্স 212-374-5598